"মিষ্টি বাচ্চারা - অনলস স্টুডেন্ট হয়ে ভালো মার্কস নিয়ে পাস করার পুরুষার্থ করো, অলস স্টুডেন্ট হয়ো না, অলস তারাই, যাদের সারাদিন আত্মীয়-পরিজন স্মরণে আসে"

*প্রশ্নঃ - সঙ্গম যুগে সবথেকে ভাগ্যবান কাদের বলা হবে?

*উত্তরঃ - যারা নিজের তন - মন - ধন সব সফল করেছে বা করছে - তারাই হলো ভাগ্যবান। কেউ কেউ তো খুবই অভাগা হয়, তখন মনে করা হয় যে, এদের ভাগ্যে নেই। তারা বুঝতেই পারে না যে, বিনাশ সামনে উপস্থিত, তাই কিছু তো করে নিই। ভাগ্যবান বাচ্চারা মনে করে, বাবা এখন সম্মুখে এসেছেন, আমরা আমাদের সবকিছু সফল করে নিই। সাহস নিয়ে অনেকের ভাগ্য তৈরীর নিমিত্ত হয়ে যাই।

*গীতঃ- ভাগ্য জাগিয়ে এসেছি...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা, এ তো তোমরা তোমাদের ভাগ্য তৈরী করছো। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে আর বলে যে, ভগবানুবাচঃ - আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই। এখন কৃষ্ণ ভগবানুবাচঃ তো নয়। এই শ্রীকৃষ্ণ তো এইম অবজেক্ট, তাই শিব ভগবানুবাচঃ হলো - আমি তোমাদের রাজার রাজা বানাই। তাহলে প্রথম প্রিন্স অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণ হবেন। বাকি কৃষ্ণ ভগবানুবাচঃ নয়। কৃষ্ণ তো বাচ্চারা, তোমাদের এইম অবজেক্ট, এ হলো পাঠশালা। ভগবান পড়ান, তোমরা সবাই এখানে প্রিন্স - প্রিন্সেজ তৈরী হও।

বাবা বলেন, অনেক জন্মের অন্তেরও অন্তে আমি তোমাদের শ্রীকৃষ্ণ হওয়ার জন্য এই জ্ঞান শোনাই। এই পাঠশালার টিচার শিববাবা, শ্রীকৃষ্ণ নন। শিব বাবাই দৈবী ধর্মের স্থাপনা করেন। বাচ্চারা, তোমরা বলো যে, আমরা ভাগ্য বানাতে এসেছি। আত্মারা জানে যে, আমরা পরমপিতা পরমাত্মার কাছে ভাগ্য বানাতে এসেছি। এ হলো প্রিন্স - প্রিন্সেজ হওয়ার ভাগ্য। রাজযোগ তো, তাই না। শিব বাবার দ্বারা প্রথমে স্বর্গের দুই পাতা রাধা - কৃষ্ণ নির্গত হন। এই যে চিত্র বানানো হয়েছে, তা ঠিক, বোঝানোর জন্য খুব ভালো। গীতার জ্ঞানের দ্বারাই ভাগ্য তৈরী হয়। ভাগ্য জাগ্রত হয়েছিলো, তা আবার নিভে গেলো। অনেক জন্মের অন্তে তোমরা একদম তমোপ্রধান বেগার হয়ে গেছো। এখন আবার তোমাদের প্রিন্স হতে হবে। প্রথমে তো অবশ্যই রাধা - কৃষ্ণই হবেন, তারপর তাদের রাজধানী চলতে থাকে। কেবল একজন তো আর থাকবে না, তাই না। স্বয়ম্বরের পরে রাধাকৃষ্ণই আবার লক্ষ্মী - নারায়ণ হন। নর থেকে প্রিন্স বা নারায়ণ হওয়া একই কথা। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, এই লক্ষ্মী - নারায়ণ স্বর্গের মালিক ছিলেন। অবশ্যই তা সঙ্গমেই স্থাপনা হবে, তাই সঙ্গম যুগকে পুরুষোত্তম যুগ বলা হয়। এই সময় আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়, বাকি অন্য সব ধর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। সত্যযুগে বরাবর একই ধর্ম ছিলো। সেই হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি অবশ্যই আবারও রিপিট হতে হবে। আবারও স্বর্গের স্থাপনা হবে। যেই স্বর্গে লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব ছিলো, যা পরীস্থান ছিলো, এখন তো তা কবরস্থান। সবাই কাম চিতাতে বসে ভস্ম হয়ে গেছে। সত্যযুগে তোমরা মহল ইত্যাদি তৈরী করবে। এমন নয় যে, নীচে থেকে কোনো সোনার দ্বারকা বা লঙ্কা বেড়িয়ে আসবে। দ্বারকা হতে পারে, লঙ্কা তো আর হবে না। রাম রাজ্যকে গোল্ডেন এজ বলা হয়। প্রকৃত সোনা যা ছিলো, সে সব লুঠ হয়ে গিয়েছিলো। তোমরা বুঝতে পারো যে, ভারত কতো ধনবান ছিলো। এখন তো কাঙ্গাল। কাঙ্গাল অক্ষর লেখা কোনো খারাপ কথা নয়। তোমরা বোঝাতে পারো যে, সত্যযুগে একই ধর্ম ছিলো। ওখানে অন্য কোনো ধর্ম আর থাকতে পারে না। কেউ বলে, এ কিভাবে হতে পারে, কেবল কি দেবতারাই থাকবে ? অনেক মত - মতান্তর আছে, যা একে অপরের সাথে মেলে না। এ কতো আশ্চর্যের। এখানে কতো অ্যাক্টর্স। এখন স্বর্গের স্থাপনা হচ্ছে, আমরা স্বর্গবাসী হচ্ছি, একথা যদি স্মরণে থাকে তাহলে সদা হর্ষিতমুখ থাকবে। বাচ্চারা, তোমাদের খুবই খুশীতে থাকা উচিত। তোমাদের এইম অবজেক্ট তো উচ্চ, তাই না। আমরা মনুষ্য থেকে দেবতা, স্বর্গবাসী হই। এও তোমরা ব্রাহ্মণরাই জানো যে, এখন স্বর্গের স্থাপনা হচ্ছে। একথা সদাই স্মরণে থাকা উচিত। মায়া কিন্তু প্রতি মুহূর্তে ভুলিয়ে দেয়। ভাগ্যে না থাকলে তো শুধরে যায় না। মিথ্যা বলার অভ্যাস অর্ধেক কল্প ধরে রয়েছে, তা আর দূর হয় না। মানুষ মিথ্যাকেও সম্পদ মনে করে, তা ত্যাগই করে না, তাই মনে করা হয় যে, এদের ভাগ্যই এমন।বাবাকে স্মরণই করে না। স্মরণও তখনই থাকবে, যখন সম্পূর্ণ মমত্ব দূর হয়ে যাবে। সম্পূর্ণ দুনিয়া থেকে বৈরাগ্য। আত্মীয় পরিজনদেরকে দেখেও যেন দেখেইনি। বুঝতে পারে যে, এরা সবাই নরকবাসী, কবরস্থানী। এ সবই শেষ হয়ে যাবে। আমাদের এখন আবার ঘরে ফিরে যেতে হবে তাই সুখধাম - শান্তিধামকেই স্মরণ করতে থাকে। আমরা কাল স্বর্গবাসী ছিলাম, রাজত্ব করতাম, তা হারিয়ে ফেলেছি,

আবার আমরা রাজত্ব গ্রহণ করছি । বাচ্চারা বুঝতে পারে, ভক্তিমার্গে কতো মাথা ঠুকতে হয়, অর্থ নষ্ট করতে হয় । মানুষ চিৎকার করতেই থাকে, কিছুই পায় না । আত্মা ডাকতে থাকে - বাবা এসো, আমাদের সুখধামে নিয়ে চলো, তাও তা যখন অন্তে খুব দুঃখ হয়, তখনই স্মরণ করে ।

তোমরা দেখছো যে, এখন এই পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে । এখন এ হলো আমাদের অন্তিম জন্ম, এই জন্মে আমরা সম্পূর্ণ নলেজ পেয়েছি । এই নলেজ সম্পূর্ণ ধারণ করতে হবে । আর্থকোয়েক ইত্যাদি তো হঠাৎই হয়, তাই না । হিন্দুস্থান, পাকিস্থানের পার্টিশনে কতো মানুষের মৃত্যু হয়েছিলো । বাচ্চারা, তোমরা শুরু থেকে অন্ত পর্যন্ত সবই জানতে পেরেছো । বাকি আর যা রয়েছে, সেও জানতে থাকবে । কেবল এক সোমনাথের মন্দির সোনার হবে না, আরো অনেকেরই মহল, মন্দির ইত্যাদি সোনার হবে । এরপর কি হয়, কোথায় হারিয়ে যায়? আর্থকোয়েকে কি এমনই ভিতরে চলে যায়, যে আর নির্গত হয় না? ভিতরেই কি তার ক্ষয় হয়ে যায়? কি হয়? ভবিষ্যতে তা তোমরা জানতে পারবে । মানুষ বলে থাকে - সোনার দ্বারকা শেষ হয়ে গেছে । তোমরা এখন বলবে যে, ড্রামাতে দ্বারকা নীচে চলে গিয়েছে, আবার চক্র ঘুরলে উপরে আসবে । তাও আবার নতুন করে বানাতে হবে । এই চক্র বুদ্ধিতে মন্থন করার সময় খুবই খুশীতে থাকা উচিত । এই চিত্র তো পকেটে রেখে দেওয়া উচিত । এই ব্যাজ খুবই সার্ভিসের যোগ্য কিন্তু এতো সার্ভিস কেউই করে না । বাচ্চারা, তোমরা ট্রেনেও খুব সার্ভিস করতে পারো, কিন্তু কেউই কোনো সমাচার লেখে না যে, ট্রেনে কি সার্ভিস করলো? থার্ড ক্লাসেও সার্ভিস হতে পারে । যারা পূর্ব কল্পে বুঝেছে, যারা মনুষ্য থেকে দেবতা হয়েছিলো, তারাই বুঝবে । মনুষ্য থেকে দেবতার গায়ন আছে । এমন কখনোই বলা হবে না যে, মনুষ্য থেকে খ্রীস্টান, মনুষ্য থেকে শিখ । তা নয়, মনুষ্য থেকে দেবতা হয়েছিলো অর্থাৎ আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়েছিলো । বাকি সবাই নিজের নিজের ধর্মে চলে গেছে । কল্পবৃক্ষে (ঝাড়ে) দেখানো হয় অমুক - অমুক ধর্ম, তা আবার কবে স্থাপন হবে? দেবতারা হিন্দু হয়ে গিয়েছে । হিন্দু থেকে আবার তারা অন্যান্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে । এরাও অনেকেই বেড়িয়ে আসবে, যারা নিজের শ্রেষ্ঠ ধর্ম কর্ম ছেড়ে অন্য ধর্মে গিয়ে রয়েছে, তারাও আবার বেড়িয়ে আসবে । শেষের দিকে যারা অল্প কিছু বুঝবে, তারা প্রজাতে চলে আসবে । দেবী - দেবতা ধর্মে তো আর সবাই আসবে না । সবাই নিজের নিজের সেকশনে চলে যাবে । তোমাদের বুদ্ধিতে এইসব বিষয় আছে । মানুষ দুনিয়াতে কি না কি করতে থাকে । আনাজের জন্য কতো ব্যবস্থা রাখে । বড় বড় মেশিনও লাগায় কিন্তু কিছুই হয় না । সৃষ্টিকে তমোপ্রধান হতেই হবে । সিঁড়ি নীচে নামতেই হবে । ড্রামাতে যা লিপিবদ্ধ আছে, তা হতেই থাকে । নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হতেই হবে । সায়েন্স, যা আজ শিখছে, অল্প কিছু বছরে তা খুবই হুঁশিয়ার হয়ে যাবে । যাতে সায়েন্সের দ্বারা নতুন নতুন জিনিস তৈরী হবে । এই সায়েন্স ওখানে সুখ প্রদান করবে । এখানে তো সুখ অল্প, দুঃখ অনেক । এই সায়েন্স আবিস্কার হয়েছে, তা কতো বছর হয়েছে । পূর্বে তো এই বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদি কিছুই ছিলো না । এখন তো দেখো কি হয়ে গেছে । ওখানে তো আবার এই শেখানোতেই চলবে । শীঘ্রই কাজ হয়ে যাবে । এখানে তো দেখো, কিভাবে বাড়ি তৈরী হয় । সবকিছুই রেডি থাকে । কতো বড় বাড়ি বানানো হয় । ওখানে এমন হবে না । ওখানে তো সকলেরই নিজেদের খেত থাকে । ট্যাক্স ইত্যাদি কিছুই দিতে হয় না । ওখানে তো অগাধ ধন থাকে । জমিও অনেক থাকে । নদী তো সবই থাকবে, বাকি নালা থাকবে না, যা পরে খনন করা হয় ।

বাচ্চাদের কতো আন্তরিক খুশীতে থাকা উচিত যে, আমরা ডবল ইঞ্জিন পেয়েছি । পাহাড়ে তো ট্রেন ডবল ইঞ্জিনে চলে । বাচ্চারা, তোমরাও তো হাত লাগাও, তাই না । তোমরা তো কতো অল্প । তোমাদেরও মহিমা করা হয় । তোমরা জানো যে, আমরা ঈশ্বরের সাহায্যকারী । আমরা শ্রীমতে চলে সেবা করছি । বাবাও তো সেবা করতে এসেছেন । তিনি এক ধর্মের স্থাপনা এবং অনেক ধর্মের বিনাশ করিয়ে দেন, অল্পকিছু সময় পরে দেখবে, অনেক হাঙ্গামা হবে । এখনো মানুষের ভয় থাকে যে - কোথাও লড়াই করে বোম্ব না ফেলে দেয় । আগুনের ফুলকি তো অনেকই লাগতে থাকে । মানুষ প্রতি মুহূর্তে নিজেদের মধ্যে লড়াই করতে থাকে । বাচ্চারা জানে যে, এই পুরানো দুনিয়া শেষ হয়েই যাবে । তারপর আমরা নিজেদের ঘরে ফিরে যাবো । এখন ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে । সবাই একত্রে চলে যাবে । তোমাদের মধ্যেও সামান্যই আছে যাদের প্রতি মুহূর্তে স্মরণে থাকে । ড্রামা অনুসারে অনলস আর অলস, দুই প্রকারেরই স্টুডেন্ট আছে । অনলস স্টুডেন্টরা ভালো নম্বর নিয়ে পাস করে যায় । আর যারা অলস স্টুডেন্ট, তাদের সারাদিন লড়াই - ঝগড়া চলতে থাকে । তারা বাবাকে স্মরণই করে না । সারাদিন তাদের আত্মীয় পরিজন স্মরণে আসতে থাকে । এখানে তো সবকিছুই ভুলে যেতে হয় । আমরা হলাম আত্মা, আর এই শরীর রূপী লেজ ঝুলে রয়েছে । আমরা যখন কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করবো, তখন এই লেজ লোপ পাবে । এই কেবল চিন্তা, কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হলে তখন এই দেহ বোধ দূর হয়ে যাবে । আমরা শ্যাম থেকে সুন্দর হয়ে যাবো । পরিশ্রম তো করতেই হবে, তাই না । প্রদর্শনীতেও দেখো, মানুষ কতো পরিশ্রম করে । মহেন্দ্রকে (ভোপাল) দেখো, কতো হিম্মত দেখিয়েছে । একা কতো পরিশ্রম করে এই প্রদর্শনী ইত্যাদি করে । পরিশ্রমের

ফলও তো প্রাপ্ত হবে, তাই না । একজন কতো ম্যাজিক করে দেখিয়েছে । কতজনের কল্যাণ করেছে । আত্মীয় পরিজনদের সাহায্যেই কতো কাজ করেছে । এ তো জাদু । আত্মীয় পরিজনদের সে বোঝায় যে, অর্থ ইত্যাদি সব এই কার্যে লাগাও, রেখে কি করবে? সাহস নিয়ে সেন্টারও খুলেছে । কতজনের ভাগ্য তৈরী করেছে । এমন পাঁচ - সাতজন যদি বের হয় তাহলে কতো সার্ভিস হয়ে যাবে । কেউ কেউ তো খুবই কৃপণ হয় । তখন বোঝা যায় যে, ভাগ্যে নেই । তারা বুঝতেই পারে না যে, বিনাশ সামনে উপস্থিত, তাহলে কিছু তো করে নাও । এখন মানুষ ঈশ্বরের জন্য যা কিছুই দান করবে, কিছুই প্রাপ্ত করবে না । ঈশ্বর তো এখনই এসেছেন স্বর্গের রাজত্ব দান করতে । দান - পুণ্য যারা করছে তারা কিছুই পাবে না । সঙ্গমে যারা নিজের তন - মন - ধন সব সফল করেছে বা করছে, তারাই হলো ভাগ্যবান, কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে বুঝতেই পারে না । তোমরা জানো যে, ওরাও ব্রাহ্মণ, আমরাও ব্রাহ্মণ । আমরা হলাম প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার - কুমারী । এতো যে আরো ব্রাহ্মণ আছে, তারা হলো কুলজাত বংশাবলী । তোমরা হলে মুখ বংশাবলী । শিবজয়ন্তী সঙ্গমে হয় । এখন স্বর্গ তৈরীর জন্য বাবা মন্ত্র দান করেন - "মন্মনাভব" । আমাকে স্মরণ করলে তুমি পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে । এমনভাবে যুক্তির দ্বারা পর্চা ছাপানো উচিত । দুনিয়াতে তো অনেকেরই মৃত্যু হয়, তাই না । যেখানেই কারোর মৃত্যু হবে, সেখানেই পর্চা বিলানো উচিত । বাবা যখন আসেন তখনই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হয় আর তারপরে স্বর্গের দ্বার খুলে যায় । কেউ যদি সুখধামে যেতে চায় তাহলে তার মন্ত্র হলো - মন্মনাভব । এমন রসযুক্ত ছাপা পর্চা যেন সকলের কাছে থাকে । তোমরা শ্মশানেও বিতরণ করতে পারো । বাচ্চাদের সার্ভিসের শখ থাকা চাই । সার্ভিসের উপায় তো অনেকই বলে দেওয়া হয় । এ তো খুব ভালোভাবে লিখে দেওয়া উচিত । এইম অবজেক্ট তো লেখাই আছে । বোঝানোর জন্য খুব ভালো যুক্তির প্রয়োজন । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ - সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করার জন্য এই শরীর রূপী পুচ্ছকে ভুলে যেতে হবে । এক বাবা ব্যতীত কোনো আত্মীয় পরিজন যাতে স্মরণে না আসে, তারজন্য পরিশ্রম করতে হবে ।

২) শ্রীমতে চলে ঈশ্বরের সাহায্যকারী হতে হবে । তন - মন - ধন সব সফল করে নিজের উচ্চ ভাগ্য তৈরী করতে হবে ।

বরদানঃ- কর্মভোগ রূপী পরিস্থিতির আকর্ষণকেও সমাপ্ত করে সম্পূর্ণ নষ্টমোহ ভব

এখনো পর্যন্ত প্রকৃতির দ্বারা পরিস্থিতি অবস্থাকে নিজের প্রতি কিছু না কিছু আকর্ষণ করে । সবথেকে বেশী নিজের দেহের হিসেব - নিকেশ, বাকি থাকা কর্মভোগের রূপে আগত পরিস্থিতি নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে - এই আকর্ষণও যখন সমাপ্ত হয়ে যাবে, তখন বলা হবে সম্পূর্ণ নষ্টমোহ । যে কোনো দেহের বা দেহের দুনিয়ার পরিস্থিতি স্থিতিকে টলাতে পারবে না - এ হলো সম্পূর্ণ স্টেজ । এই স্টেজ পর্যন্ত যখন পৌঁছে যাবে তখন সেকেন্ডে নিজের মাস্টার সর্বশক্তিমান স্বরূপে সহজেই স্থিত হতে পারবে ।

স্লোগানঃ- পবিত্রতার ব্রত সবথেকে শ্রেষ্ঠ সত্যনারায়ণের ব্রত - এতেই অতীন্দ্রিয় সুখ সমাহিত থাকে ।

নিজের শক্তিশালী মন্সার দ্বারা সকাশ দেওয়ার সেবা করো :-

মনের সেবা হলো অসীম জাগতিক সেবা । তোমরা যত মন্সার দ্বারা, বাণীর দ্বারা স্বয়ং স্যাম্পেল হতে পারবে, তখন স্যাম্পেলকে দেখে সকলে শীঘ্রই আকৃষ্ট হবে । কোনো স্থূল কার্য করার সময় মনের দ্বারা ভাইব্রেশন ছড়িয়ে দেওয়ার সেবা করো । কোনো বিজনেসম্যান যেমন স্বপ্নেও নিজের বিজনেস দেখতে থাকে, তেমনই তোমাদের কাজ হলো - বিশ্ব কল্যাণ করা । এ হলো তোমাদের অক্যুপেশন । এই অক্যুপেশনকে স্মৃতিতে রেখে সদা সেবাতে বিজি থাকো ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;